২৮ জুলাই কমরেড চারু মজুমদার-এঁর ৫৪তম শহীদ দিবস পালন করুন

"প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এই সত্য উঝতে হবে: বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।" **—কমরেড মাও সেতুং**

সংগ্রামী জনগণ,

কমরেড চারু মজুমদার উপমহাদেশের অন্যতম মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী নেতা। এই মহান বিপ্লবীকে ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই ভারতের তৎকালীন সরকার ও রাষ্ট্র গেপ্তারকৃত অবস্থায় হত্যা করে। তিনি ছাত্রাবস্থায় কৃষকদের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য তৎকালীন কৃষক সংগঠনে যোগদান করেন এবং পেশাদারিত্বের সাথে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তেভাগা আন্দোলন সহ বিভিন্ন কৃষক সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলনে তিনি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। সিপিআই ও সিপিআই (এম)-এর সংশোধনবাদী রাজনীতির বিপরীতে তিনি দৃঢ়ভাবে মাও সেতুং চিন্তাধারায় (বর্তমানে মাওবাদে) অনুপ্রাণিত হন এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনে ৬০-এর দশকে প্রথম বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কমরেড চারু মজুমদারের ঐতিহাসিক আট দলিল যেমন নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তেমনি ভারতবর্ষে বিপ্লবী সংগ্রাম ও পার্টির জন্ম দেয়। ১৯৬৭ সালে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় কমরেড চারু মজুমদারের নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে নকশালবাড়িতে 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'-এর মতো বিপ্লবী সংগ্রামের সৃষ্টি করে। এর মধ্য দিয়ে কৃষিবিপ্লবের সফল লাইনের সূচনা হয়। কমরেড চারু মজুমদার এই সংগ্রামের মধ্য-দিয়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষে মতাদর্শিক দিশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, একইসাথে নির্বাচনপন্থা, শহুরে অভ্যুত্থানসহ সকল প্রকার সংশোধনবাদী লাইনের কবর রচনা করেছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বাধীন পার্টি সিপিআই (এম-এল)-ই এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বিপ্লবী পার্টি হিসেবে শ্রমিক-কৃষকের ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকে সামনে হাজির করে। নকশালবাড়ির সেই কৃষিবিপ্লবকে কেন্দ্রে রেখে গ্রামাঞ্চলে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতাদখলের আওয়াজ শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পূর্ববাঙলা সহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী পথ ও সংগ্রামের দিকনির্দেশনা হিসেবে হাজির হয়। বর্তমানে ভারতের মাওবাদী সংগ্রাম নকশালবাড়ি ও কমরেড চারু মজুমদারসহ বিপ্লবীদের সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা।

বন্ধুগণ, আমাদের পূর্ববাঙলায় সত্তর দশকে ৪টি ধারায় যে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের কাজ সূচিত হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নকশালবাড়ির সংগ্রামের দ্বারা উজ্জীবিত।

একইসাথে বিপ্লবের সাধারণ লাইন হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ, কৃষিবিপ্লব-জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং নির্বাচনপন্থা-অর্থনীতিবাদী পথ বর্জনের ক্ষেত্রে কমরেড চারু মজুমদার আমাদের শিক্ষক। কমরেড চারু মজুমদার দৃঢ়ভাবে শ্রমিক, ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষক, মধ্যবিত্ত সহ শোষিত জনগণের উদ্যোগের দ্বার খুলে দেওয়ার পথ দেখিয়েছেন। শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে শূন্য থেকে জনগণের বাহিনী প্রস্তুত— ঘাঁটি-অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনিই স্পষ্টভাবে আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী হাজির করেছিলেন। একইসাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সাধারণ শত্রু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিশা দেখিয়েছেন। কমরেড চারু মজুমদার নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মুক্তির ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

তবুও বিপ্লবী সংগ্রামের নানা সীমাবদ্ধতা কমরেড চারু মজুমদার সহ তৎকালীন নেতৃত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদী সকল গোষ্ঠী নানা উপায়ে কমরেড চারু মজুমদারের প্রণীত লাইনের উপর দোষারোপ করে। এর ফলে তারা কার্যত মতাদর্শিকভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ ও এই পূর্ববাঙলার সাধারণ লাইনকেই ক্রমান্বয়ে ছুঁড়ে ফেলেছেন। সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, শোষকশ্রেণী ও তাদের সংশোধনবাদী চামচাদের কাছে কমরেড চারু মজুমদার ও নকশালবাড়ি এক আতঙ্কের নাম। অপরদিকে শোষিত-নিপীড়িত জনগণের কাছে কমরেড চারু মজুমদার একজন মহান বিপ্লবী ও নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম মুক্তির একমাত্র পথ।

তাই আসুন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের মতাদর্শকে ধারণ করে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মধ্য-দিয়ে পূর্ববাঙলার সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকে বিকশিত করি— কমরেড চারু মজুমদার সহ সকল বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের পথকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ! কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষা— অমর হোক!
নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম— জিন্দাবাদ! পূর্ববাঙলার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব— জিন্দাবাদ!
শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ— জিন্দাবাদ!

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

জুলাই ২০২৬